দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ: 28 JAN 2018
পৃষ্ঠা: 2 কলাম:

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মের স্তূপ

এম এইচ রবিন ●

ভিসিদের সঙ্গে বসবেন রাষ্ট্রপতি ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন

অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত ভিসি, প্রোভিসি, ট্রেজারার নেই। আর্থিক কেলেঙ্কারি, নিয়মিত অডিট না দেওয়া, স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া, নিয়মিত সমাবর্তন না করা, গবেষণায় বরাদ্দ না রাখা, সনদ বাণিজ্যনির্ভর পাঠদানের অভিযোগ পাওয়া গেছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বার্ষিক প্রতিবেদনে। বারবার তাগাদার পরও ন্যূনতম শর্ত পূরণ না করে অনেকটা গায়ের জোরে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় শতভাগ নিয়ম-কানুন মেনে পরিচালনা করছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনটি ইতোমধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল করা হয়েছে।

জানা গেছে, ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান গত ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ২০১৬ সালের ৪৩তম বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদনে এবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়টি আলাদাভাবে সংযোজন করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করান চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টরা। তারপর সব ভিসির সঙ্গে বসার আগ্রহের কথা জানান রাষ্ট্রপতি। আগামী ১ ও ৫ ফেব্রুয়ারি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সঙ্গে পৃথকভাবে বসার কথা রয়েছে।

এ বিষয়ে ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে জানান, রাষ্ট্রপতি সব ভিসির সঙ্গে বসার আগ্রহ প্রকাশ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) করেছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের বক্তব্য বার্ষিক প্রতিবেদনে লিখিত আকারে বলেছি। সুপারিশের পরও অনেক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে না পারায় বিষয়টি রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেছি।

ইউজিসির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়। এ অবস্থায় অনেকটা অসহায় কমিশন। তারা এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের দ্বারস্থ হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সঙ্গে বসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ সালে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া ভিসি, প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ তিনটি পদই পূরণ করেছে। বাকিদের মধ্যে ভিসি ছিল মাত্র ৪৪টি, প্রোভিসি ১৪টি এবং কোষাধ্যক্ষ ৩৪টিতে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এ তিনটি পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বারবার তাগাদা দেওয়ার পরও টনক নড়ছে না এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের। এমনকি ভারপ্রাপ্ত ভিসির স্বাক্ষরে সনদ দেওয়া হয়। সমাবর্তনের জন্য নিয়মিত ভিসি থাকার কথা থাকলেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিয়ে ভিসি ছাড়াই সমাবর্তন করে নিয়েছে।

আর্থিক অসঙ্গতির বিষয়টি জোরালোভাবে আপত্তি তুলে ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আর্থিক অডিট রিপোর্ট জমা দিয়েছে মাত্র ২৫টি। এই ২৫টির একটিও অডিট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৈরি করে দেওয়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ফিন্যান্স রিপোর্ট (পিইউএফআর) অনুসরণ করেনি। ২০১৭ সালের অডিট রিপোর্ট জমা দিয়েছে ২৯টি। তাদের কেউ পিইউএফআর ফরম অনুসরণ করেনি। ২০১৫ সালে অডিট রিপোর্ট দাখিলযোগ্য ৮০টির মাত্র ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আর্থিক প্রতিবেদন ইউজিসিতে জমা দেয়। এর মধ্যে মাত্র ৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসরণ করে। অডিট রিপোর্টে আর্থিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আসছে না বলে অভিযোগ ইউজিসির। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত সিএ ফার্মকে দিয়ে না করিয়ে নিজেদের পছন্দের ফার্মকে দিয়ে অডিট করানোর কারণে আর্থিক অনিয়মগুলো ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

ইউজিসি বলছে, যারা অডিট রিপোর্ট দেবে না তাদের বিরুদ্ধে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী, ৪৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্থ কমিটির নিয়মিত কোনো সভা না হওয়া, কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ না করা, কোষাধ্যক্ষ থাকলেও মালিকপক্ষের আজ্ঞাবহ করে রেখে প্রতিবছর কোটি-কোটি টাকা অর্থ আত্মসাৎ করছে বিওটির সদস্যরা। আইনের তোয়াক্কা না করে বিওটি সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ করছেন। কেনাকাটায়ও আছে অনিয়ম, দুর্নীতি।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারেনি। এভাবে তারা বেশিদিন চলতে পারবে না। যারা নীতিমালা অনুসরণ করছে না তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা রাখেনি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর